গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
উন্নয়ন-ট্রাফিক বিভাগ
বাংলাদেশ রেলওয়ে
রেলভবন, ঢাকা।

বাংলাদেশ রেলওয়ের শূন্য পদ পূরণের জন্য ট্রেন এক্সামিনার, ট্রেন কন্ট্রোলার, ট্রেড এ্যাপ্রেন্টিস ও ট্রাফিক এ্যাপ্রেন্টিস পদের বাছাই পরীক্ষা (MCQ Type) পরিচালনার সময়সূচি ও নির্দেশনা:

তারিখ:-২৩.০১.২০২৬ ও ২৪/০১/২০২৬ খ্রি.।
সময়:- সকাল ১০:০০ হতে ১১:০০/১১:৩০ ও ৩:০০ হতে ৪:০০/৪:৩০ ঘটিকা পর্যন্ত।

কেন্দ্র ভিত্তিক বাংলাদেশ রেলওয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা, কেন্দ্রের সমন্বয়কারী ও পরিদর্শকের জন্য নির্দেশাবলী:

ক.পরীক্ষার পূর্ব প্রস্তুতি:

১। পরীক্ষা কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরীক্ষা পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটির আহ্বায়ক ও অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীর নাম, পদবি, ফোন নম্বর জনাব এ এম সালাহ উদ্দীন, আহ্বায়ক বিভাগীয় নির্বাচন কমিটি ও যুগ্ম-মহাপরিচালক (উন্নয়ন-ট্রাফিক), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা বরাবর অবহিত করতে হবে।

২। পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রতিটি কক্ষে দেয়াল ঘড়ি, কেন্দ্র সমন্বয়কারীকে নিশ্চিত করতে হবে।

৩। কেন্দ্র সমন্বয়কারী বাংলাদেশ রেলওয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থেকে সরবরাহকৃত উত্তরপত্র ও প্রশ্নপত্রের ট্রাংক বুঝে নিবেন। সরবরাহকৃত উত্তরপত্রের ট্রাংক খুলে কক্ষভিত্তিক খাম বন্টন করতে হবে। একইভাবে হাজিরা তালিকা কক্ষভিত্তিক বন্টন করতে হবে।

৪। পরিদর্শকদের জন্য পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত নির্দেশনার প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি সরবরাহ করতে হবে।

৫। প্রার্থীদের কক্ষভিত্তিক রোল নম্বর বোর্ডে/দেয়ালে স্থাপন করতে হবে যাতে তা সহজে দৃশ্যমান হয়।

এই নির্দেশাবলী পাওয়ার পর কেন্দ্রের প্রধান সমন্বয়কারী পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক ও কর্মচারীকে সভা করে পরীক্ষার শর্তসমূহ অবহিত করবেন। যদি কোন বিষয়ে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে ২০.০১.২০২৬ তারিখের মধ্যে পরীক্ষা কমিটির সদস্য সচিবের সাথে যোগাযোগ করে নিশ্চিত হতে হবে।

খ. পরীক্ষার দিন করণীয়:

১. পরীক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্ব প্রাপ্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ অবশ্যই পরীক্ষা শুরুর ৩ ঘন্টা পূর্বে রেলভবনে উপস্থিত হয়ে পরীক্ষা কমিটির সদস্যদের নিকট পরীক্ষা সরঞ্জাম গ্রহণ করবেন।

২. নিম্নরুপ সময়সূচি অনুসরণ করে পরীক্ষা পরিচালনার বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে:

ক্রম নং	কার্যক্রম
২.১	পরীক্ষা শুরুর ৩ ঘন্টা পূর্বে কেন্দ্রের দায়িত্ব প্রাপ্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাগণ তাদের টিমসহ রেলভবনে উপস্থিত হবেন। রেলওয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্রের (ওএমআর) ট্রাংক এবং আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র নিয়োগ কমিটির নিকট থেকে (৮ম তলা কক্ষ নং-৮২৫) বুঝে নিবেন। পরীক্ষা শুরুর ১.৫-২.০ ঘন্টা পূর্বে প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্রের (ওএমআর) ট্রাংকসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছাবেন।
২.২	এই সময়ের মধ্যে কেন্দ্রের পরীক্ষা সমন্বয়কারী বাংলাদেশ রেলওয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থেকে সরবরাহকৃত উত্তরপত্র (ওএমআর) ও প্রশ্নপত্রের ট্রাংক বুঝে নিবেন।
২.৩	প্রার্থীদের মোবাইল ফোন, যে কোনো ধরনের ঘড়ি, সকল ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস, ক্রেডিট কার্ড-ব্যাংক কার্ড সদৃশ ডিভাইস, ক্যালকুলেটর, বইপত্র, ব্যাগ এবং ভ্যানিটিব্যাগ নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।
২.৪	পরীক্ষা কেন্দ্রের গেটে পরীক্ষা কমিটির কর্মকর্তা, আরএনবি এবং পুলিশের উপস্থিতিতে চেক করে প্রবেশপত্রসহ প্রার্থীদের হলে প্রবেশ করাতে হবে। কোন প্রার্থী যাতে নিষিদ্ধ সামগ্রীসহ পরীক্ষার হলে প্রবেশ করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।
২.৫	পরীক্ষা শুরুর ১ ঘন্টা পূর্বে দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শকবৃন্দের পরীক্ষা রুমে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
২.৬	প্রার্থীদের নির্ধারিত কক্ষে প্রবেশ এবং আসন গ্রহণ করার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রধান পরিদর্শক [অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক] পরীক্ষা কমিটির কর্মকর্তাদের সহায়তায় সরবরাহকৃত উত্তরপত্রের ট্রাংক খুলে কক্ষভিত্তিক উত্তরপত্রের প্যাকেট বন্টন করতে হবে। একইভাবে হাজিরা তালিকা কক্ষভিত্তিক বন্টন করতে হবে।
২.৭	দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শকগণ উত্তরপত্র এবং হাজিরা তালিকাসহ অবশ্যই পরীক্ষা শুরুর ৪০ মিনিট পূর্বে নিজ নিজ পরীক্ষা কক্ষে উপস্থিত হবেন।

২.৮	উত্তরপত্র বিতরণসহ প্রাথমিক কাজ শুরুর লম্বা ঘন্টা বাজবে।
২.৯	পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট পূর্বে প্রার্থীদের মধ্যে উত্তরপত্র বিতরণ করা হবে।
২.১০	প্রার্থীরা উত্তরপত্রের প্রথম অংশের সংশ্লিষ্ট বৃত্তগুলো কলো কালির বল পয়েন্ট কলম দিয়ে পূরণ করবেন। উত্তরপত্রের রোল নম্বর লেখা এবং বৃত্ত ভরাটে ভুল করলে বা কোনরুপ কাটাকাটি করলে প্রর্থিতা বাতিল হবে মর্মে পরিদর্শকগণ প্রার্থীদের সতর্ক করবেন।
২.১১	স্বল্প সময়ের মধ্যে হাজিরা গ্রহণের জন্য প্রার্থীদের প্রবেশপত্রগুলো টেবিলে রাখার জন্য পরিদর্শক নির্দেশনা দিবেন। হাজিরা তালিকায় প্রত্যেক প্রার্থীর রোল নম্বর ও নামের পাশে ছবি এবং স্বাক্ষর মুদ্রিত থাকবে। হাজিরা গ্রহণের সময় প্রার্থীর নিজের চেহারার সাথে প্রবেশপত্রের ছবি ও হাজিরা তালিকার ছবি এবং প্রবেশপত্রের স্বাক্ষরের সাথে হাজিরা তালিকার স্বাক্ষরের মিল রয়েছে কিনা পরিদর্শকবৃন্দ তা নিশ্চিত হয়ে স্বাক্ষর গ্রহণ করবেন। ছবি ও চেহারায় মিল না থাকলে বা স্বাক্ষর গরমিল হলে প্রার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
২.১২	পরীক্ষা শুরুর ৫ মিনিট পূর্বে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কক্ষের পরিদর্শকগণ কক্ষের ভিতরে প্রশ্নপত্রের প্যাকেট খুলবেন এবং প্যাকেটের ওপরে মুদ্রিত প্রশ্ন সংখ্যার সাথে খামের মধ্যে সংরক্ষিত প্রশ্নপত্রের সংখ্যার মিল আছে কিনা তা গুণে নিশ্চিত হবেন। প্রশ্নপত্র গণনার সময় পরিদর্শক নিশ্চিত হবেন যেন কোন প্রার্থীর দৃষ্টিসীমার মধ্যে প্রশ্নপত্র উন্মুক্ত না হয়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, প্যাকেট খোলার পরে কোন পরিদর্শক কক্ষ ত্যাগ করতে পারবেন না। প্রশ্নপত্রের প্যাকেট অবিকৃত এবং সিলমোহরকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে এ মর্মে কক্ষ পরিদর্শক প্যাকেট/মোড়কের ওপর প্রত্যয়ন করবেন।
২.১৩	কোন কক্ষে যদি প্রশ্নপত্রের ঘাটতি দেখা দেয় তবে পাশের কক্ষ থেকে প্রশ্নপত্র এনে সমন্বয় করতে হবে। সকল পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রার্থী সংখ্যার অতিরিক্ত প্রশ্নপত্রের প্যাকেট দেয়া হবে। কাজেই প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণকক্ষের কর্মকর্তাবৃন্দ সংশ্লিষ্ট কক্ষে গিয়ে অতিরিক্ত প্রশ্নপত্রের প্যাকেট খুলে প্রশ্নপত্র প্রদানের ব্যবস্থা করবেন।
২.১৪	নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা শুরুর ঘন্টা বাজবে।
২.১৫	পরিদর্শকগণ প্রার্থীদের মধ্যে প্রশ্নপত্র বিতরণ করবেন। প্রতিটি প্যাকেটে প্রশ্নপত্রের মোট ৪টি সেট থাকবে। একই বেঞ্চে বা পাশাপাশি দুইজন প্রার্থীর মধ্যে যাতে একই সেট এর প্রশ্নপত্র বিতরণ না হয় সে বিষয়ে কক্ষ পরিসদর্শকগণ সতর্ক থাকবেন।
২.১৬	পরিদর্শকগণ প্রার্থীদের মধ্যে পরীক্ষা শুরুর ঘন্টা বাজার সাথে সাথেই প্রশ্নপত্র বিতরণ করবেন। প্রশ্নপত্রের সেট নম্বর উত্তরপত্রে লিখে একই সেট নম্বরের বৃত্ত বল পয়েন্ট কলম দ্বারা ভরাট করে প্রার্থীদের উত্তরদান শুরু করার নির্দেশনা দিবেন।
২.১৭	প্রশ্নপত্রের সেট নম্বর উত্তরপত্রে লিখে একই সেট নম্বরের বৃত্ত বল পয়েন্ট কলম দিয়ে যথাযথভাবে ভরাট করা হয়েছে কিনা তা চেক করে নিশ্চিত হয়ে উত্তরপত্রের নির্ধারিত স্থানে পরিদর্শক স্বাক্ষর করবেন।
২.১৮	কক্ষে যে পরিদর্শক/পরিদর্শকগণ উত্তরপত্র পরিদর্শকের স্বাক্ষরের ঘরে স্বাক্ষর করবেন সে পরিদর্শক/পরিদর্শকবৃন্দকে হাজিরা তালিকার প্রতি পৃষ্ঠায় পরিদর্শকের জন্য নির্ধারিত স্থানে স্বাক্ষর করতে হবে।
২.১৯	Double lithocode, Barcode এবং নিরাপত্তা সিরিজ নম্বর সংবলিত OMR উত্তরপত্রের ২ টি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশে [E-Type] প্রার্থীর নাম, কেন্দ্র, রোল নম্বর, জেলা এবং স্বাক্ষরের ঘর রয়েছে। দ্বিতীয় অংশে [H-Type] ৭০টি প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য নির্ধারিত বৃত্তসমূহ রয়েছে। উত্তরপত্রের প্রথম অংশ দ্বিতীয় অংশ হতে আলাদা করার জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের মাঝে পারফোরেশন রয়েছে। প্রশ্নপত্র বিতরণের পর প্রশ্নপত্রের সেট নম্বরের সাথে উত্তরপত্রের প্রথম অংশের সেট নম্বর মিলিয়ে পরিদর্শকগণ উত্তরপত্রের প্রথম অংশ [E-Type] পারফোরেটেড স্থান হতে ছিঁড়ে ২য় অংশ [মূল উত্তরপত্র] থেকে আলাদা করবেন।
২.২০	উত্তরপত্রের প্রথম অংশ আলাদা করার কাজ অবশ্যই পরীক্ষা শুরু হওয়ার ৩০ মিনিটের মধ্যেই সম্পন্ন করতে হবে। প্রতি কক্ষের পরিদর্শকগণ উত্তরপত্রের আলাদাকৃত প্রথম অংশ হাজিরা তালিকার নাম ও রেজিস্ট্রেশন নম্বরের সাথে মিলিয়ে গুণে একত্র করে প্যাকেট করে রাখবেন। উল্লেখ্য, উত্তরপত্রের ১ম অংশ [E-Type] ২০০টি করে একত্রে বান্ডিল করে সূতা দিয়ে বেঁধে রেলওয়ে হতে সরবরাহকৃত মোটা খামে ভরে নিয়ন্ত্রণ কক্ষে সংরক্ষণ করতে হবে। প্যাকেটের গায়ে অবশ্যই পরীক্ষা কেন্দ্র ও পরীক্ষা কক্ষের নাম এবং উত্তরপত্রের ১ম অংশের [E-Type] সংখ্যা লিখে দিতে হবে। ২য় অংশে প্রার্থীবৃন্দ উত্তর প্রদান করবেন।
২.২১	প্রশ্নপত্র বিতরণ শেষে প্রতি কক্ষের অব্যবহৃত অতিরিক্ত প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্রসমূহ গুনে পরিদর্শকবৃন্দ আলাদাভাবে রেলওয়ে হতে সরবরাহকৃত খামে প্যাকেট করে রাখবেন। পরীক্ষা কমিটির নির্দিষ্ট সদস্য/সদস্যবৃন্দ পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট এর মধ্যে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সকল কক্ষ হতে অতিরিক্ত প্রশ্নপত্র এবং অব্যবহৃত অতিরিক্ত উত্তরপত্রসমূহ সংগ্রহ করবেন। অব্যবহৃত প্রশ্নপত্র সংগ্রহকালে তা যেন সুরক্ষিত থাকে সেদিকে সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। সংগৃহীত অব্যবহৃত প্রশ্নপত্র এবং উত্তরপত্রসমূহ পরীক্ষা কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের কর্মকর্তা রেলওয়ের কর্মকর্তাকে রিপোর্টসহ বুঝিয়ে দিবেন। রেলওয়েরে কর্মকর্তা অব্যবহৃত উত্তরপত্র (ওএমআর) এবং প্রশ্নপত্র ট্রাংকে রাখবেন এবং পরীক্ষা শেষে পিএসসিতে উত্তরপত্র বুঝিয়ে দিবেন এবং অব্যবহৃত উত্তরপত্র রেলভবনে পরীক্ষা কমিটির নিকট বুঝিয়ে দিবেন।

২.২২	পরিদর্শকবৃন্দ হাজিরা তালিকা চেক করবেন। কোন প্রার্থী হাজিরা তালিকায় স্বাক্ষর না করলে তার স্বাক্ষর গ্রহণ করে হাজিরা তালিকায় উপস্থিত/অনুপস্থিত চিহ্নিত করে পরিদর্শকবৃন্দ হাজিরা তালিকার নির্ধারিত স্থানে স্বাক্ষর করবেন। অনুপস্থিত প্রার্থীদের স্বাক্ষরের ঘরে পরিদর্শককে লাল কালিতে বড় অক্ষরে "A" লিখে দিতে হবে।
২.২৩	পরীক্ষা সমাপ্তির ১০ মিনিট পূর্বে সতর্ক ঘন্টা বাজবে।
২.২৪	নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা শেষ হওয়ার ঘন্টা বাজবে।
২.২৫	কক্ষের পরিদর্শকবৃন্দ প্রার্থীদের নিকট থেকে উত্তপত্র সংগ্রহ করে উপস্থিত প্রার্থীদের সংখ্যার সাথে মিলিয়ে নিশ্চিত হবেন।
২.২৬	প্রার্থীরা প্রশ্নপত্র সাথে নিয়ে যেতে পারবে না। পরীক্ষা শেষে প্রার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্র ত্যাগ করতে হবে।
২.২৭	প্রার্থীদের উত্তরপত্র, অনুপস্থিত প্রার্থী সংখ্যা এবং হাজিরা তালিকা হলের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট জমা দিতে হবে। নিয়ন্ত্রণ কক্ষের কর্মকর্তারা বিভিন্ন কক্ষ হতে প্রাপ্ত উত্তরপত্রসমূহ ২০০টির বান্ডিল করে এবং হাজিরা সিট সম্বলিত খাম এবং সামারী শীট রেলওয়ে হতে সরবরাহকৃত ট্রাংকে এবং অনান্য সামগ্রী সম্বলিত খাম আরেকটি ট্রাংকে ভরে সিলমোহর করে রেলওয়ে কর্তাকর্তার নিকট হস্তান্তর করে প্রাপ্তি স্বীকার গ্রহণ করবেন। উত্তরপত্র (ওএমআর) সম্বলিত ট্রাংকের ওপর উত্তরপত্রের সংখ্যা লিখতে হবে।
২.২৮	পরীক্ষা শেষে হাজিরা তালিকার প্রতি পৃষ্ঠায় "Sign of the Chief Supervisor" এর ঘরে প্রধান পরিদর্শক [অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক] কে স্বাক্ষর করতে হবে।
২.২৯	পরীক্ষা শেষে উপস্থিত এবং অনুপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা, উপস্থিত প্রার্থীদের উত্তরপত্র, হাজিরা তালিকা, অভিযুক্ত/বহিষ্কৃত প্রার্থীদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর, বহিষ্কারের কারণ এবং ডকুমেন্টাল এভিডেন্সসহ বহিষ্কার রিপোর্ট, উত্তরপত্রের প্রথম অংশের সংখ্যা, বাজেয়াপ্ত নিষিদ্ধ সামগ্রী, অব্যবহৃত উত্তরপত্র ও প্রশ্নপত্রের সংখ্যার একটি প্রতিবেদন [সার-সংক্ষেপপত্র] রেলওয়ে কর্মকর্তার নিকট প্রদান করতে হবে।

গ. পরীক্ষা পরিচালনার জন্য কয়েকটি বিশেষ নির্দেশনা:-

১. প্রবেশপত্র ব্যতীত কোন প্রার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

২. প্রশ্নপত্র বিতরণের পর কোন প্রার্থী পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবে না এবং পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন প্রার্থীকে কক্ষ ত্যাগ করতে দেয়া যাবে না।

৩. পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রধান পরিদর্শক, কেন্দ্রে বাংলাদেশ রেলওয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পরীক্ষা কমিটির আহ্বায়ক বাংলাদেশ রেলওয়ের রেলভবনস্থ সমন্বয় কমিটির সাথে যোগযোগের জন্য কেবল নিয়ন্ত্রণ কক্ষে সীমিতভাবে ইন্টারনেট সংযোগবিহীন মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবে। পরীক্ষা কেন্দ্রের কোন পরিদর্শক, কর্মচারী এবং রেলওয়ের কর্মচারীরা কোনভাবেই মোবাইল ফোন, ইলেট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করতে পারবেন না। উল্লিখিত অননুমোদিত ব্যক্তিদের মোবাইল ফোনসমূহ প্রধান পরিদর্শক/পরীক্ষা কমিটির আহ্বায়কের নিকট জমা দিতে হবে।

৪. পরীক্ষার দিন প্রশ্নপত্র এবং উত্তরপত্র হলের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ হতে পরীক্ষা কক্ষে প্রেরণ, পরীক্ষা কক্ষ থেকে নিয়ন্ত্রণ কক্ষে ফেরত আনা, গণনা করা, প্যাকেটজাত করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হলো। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে বাইরে তথ্য পাঠানো এবং বাইরে থেকে তথ্য প্রাপ্তির জন্য মোবাইল ফোন ব্যবহার করা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক সম্ভাব্য সকল ধরনের আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫. প্রার্থীর কান খোলা রেখে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। পরীক্ষার কেন্দ্রে প্রার্থী কর্তৃক গহনা-অলংকার, ব্রেসলেট জাতীয় কিছু ব্যবহার করা যাবে না।

৬. পরীক্ষা কক্ষে নিষিদ্ধ কোন সামগ্রী পাওয়া গেলে প্রর্থীদের বহিষ্কার করতে হবে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক গৃহীত যে কোন নিয়োগ পরীক্ষার জন্য এ ধরনের প্রার্থীদের অযোগ্য ঘোষণা করা হবে। তাছাড়া, ক্ষেত্র বিশেষে মামলা দায়েরপূর্বক আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে প্রার্থীকে সোপর্দ করা যেতে পারে।

৭. অন্য পরীক্ষা কেন্দ্রের কোন প্রার্থী উপস্থিত হলে তাকে নির্ধারিত পরীক্ষা কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিতে হবে। এক পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রার্থীর পরীক্ষা কোনভাবেই অন্য পরীক্ষা কেন্দ্রে নেয়া যাবে না।

৮. প্রতিবন্ধী প্রার্থীর শ্রুতিলেখক প্রয়োজন হলে বাংলাদেশ রেলওয়ে থেকে শ্রুতিলেখক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে। শ্রুতিলেখকসহ প্রতিবন্ধী প্রার্থীর স্বতন্ত্র একটি কক্ষে পরীক্ষার আয়োজন করতে হবে। শ্রুতিলেখক বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক মনোনীত কিনা তা পরিদর্শককে নিয়োগপত্র দেখে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে।

এক নজরে ঘন্টা ধ্বনি:

- পরীক্ষা শুরুর ১ ঘন্টা পূর্বে প্রার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশের জন্য ঘন্টা।
- পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট পূর্বে উত্তরপত্র প্রদানসহ প্রাথমিক কাজ শুরুর লম্বা ঘন্টা।
- পরীক্ষা শুরুর নিদিষ্ট সময়ে প্রশ্নপত্র প্রদান ও পরীক্ষা শুরুর ঘন্টা।
- পরীক্ষা শুরুর ১০ মিনিট পূর্বে পরীক্ষা সমাপ্তির সতর্ক ঘন্টা।
- পরীক্ষা সমাপ্তির নিদিষ্ট সময়ে পরীক্ষা সমাপ্তির ঘন্টা।

জরুরী যোগাযোগ :

১। যুগ্ম-মহাপরিচালক/পার্সোনেল-০১৭১১৬৯১০২৭

২। পরিচালক/ পার্সোনেল- ০১৭১১৬৯১০৬৮

৩। উপপরিচালক/পি-৩-০১৭১১৬৯২৯৫৯

১৩/১০/২০২৬

(মোঃ ময়েনুল ইসলাম)
উপ-প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা
বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
ও
সদস্য সচিব
বিভাগীয় নির্বাচন কমিটি।